

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

অভ্যন্তরীণ গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা ২০১৬ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠিত



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষি সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন



ড. মো. রফিকুল ইসলাম মন্ডল, মহাপরিচালক, বিএআরআই কর্মশালায় সভাপতির বক্তব্য রাখছেন

গত ১১ জুন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কাজী বদরুদ্দোজা মিলনায়তনে ‘অভ্যন্তরীণ গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা ২০১৬’ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।

গত অর্থ বছর যে সকল গবেষণা কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছিল সেগুলোর মূল্যায়ন এবং অভিজ্ঞতার আলোকে আগামী বছরের গবেষণা কর্মসূচি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে মাসব্যাপী এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। বিএআরআই এ পর্যন্ত ২০৭টি ফসলের হাইব্রিডসহ ৪৮১টি উচ্চ ফলনশীল, রোগ প্রতিরোধক্ষম ও বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ প্রতিরোধী জাত এবং এগুলোর উন্নত চাষাবাদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ৪৫২টিরও বেশি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এ সকল প্রযুক্তি উদ্ভাবনের

ফলে দেশে গম, ভুট্টা, তৈলবীজ, ডালশস্য, আলু, সবজি, মসলা, ফুল এবং ফলের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। উদ্ভাবিত এসব প্রযুক্তির উপযোগিতা যাচাই বাছাই ও দেশের বর্তমান চাহিদার নিরীখে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কর্মসূচি গ্রহণ করাই এ কর্মশালার প্রধান উদ্দেশ্য।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. মো. রফিকুল ইসলাম মন্ডল, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ বলেন,

কৃষি অর্থনীতির চালিকা শক্তি। কৃষি সম্পদকে কাজে লাগিয়ে আমাদের উন্নয়নকে গতিশীল করতে হবে। এ দেশের শতভাগ মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্ব আজ নানামুখী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কৃষি বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যে রোগ সহিষ্ণু জাতের এমনকি বন্যার পানিতে টেকসই ফসলের জাত উদ্ভাবনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছেন। তাছাড়া গম, আলু, শাকসবজি, পাট, চা, ডাল ফসল, তেল ফসলের ব্যাপক উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে দেশের পুষ্টি চাহিদা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে। তিনি বলেন, কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়নের ফলে এরপর পৃষ্ঠা ২

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত প্রকল্প “Modeling Climate Change Impact on Agriculture and Developing Mitigation and Adaptation Strategies for Sustaining Agricultural Production in Bangladesh, CRP-II” এর উদ্বোধনী কর্মশালা গত ২১ এপ্রিল বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কাজী বদরুদ্দোজা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। দিন ব্যাপী এই কর্মশালায় কৃষি বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীগণ অংশগ্রহণ করেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আজ বিশ্ববাসীকে উদ্দিগ্ন করে তুলছে। শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলোর অনিয়ন্ত্রিত কার্যক্রমের ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের মাত্রা বেড়েছে আরও প্রকটভাবে। শিল্পোন্নত

এরপর পৃষ্ঠা ২



কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন বিএআরআই, মহাপরিচালক ড. মো. রফিকুল ইসলাম মন্ডল এবং মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মো. মাহবুবুর রহমান, বিআরআরআই এর মহাপরিচালক ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস ও কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন এর নির্বাহী পরিচালক ড. কাজী এম কামারুদ্দীন

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশের বৃহত্তম বহুবিধ ফসল গবেষণা প্রতিষ্ঠান। স্বাধীনতা উত্তর দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রয়াসে যাদের অবদান সবচেয়ে বেশি তাদের অন্যতম বিএআরআই বিজ্ঞানীবৃন্দ। সময়ের প্রয়োজনে বিজ্ঞানীরা নিত্য নতুন জাত কিংবা প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দ্বার প্রাপ্ত। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শি নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল এই জয় যাত্রা। মাঝে কিছু সময়ের জন্য নেতৃত্বে বিলুপ্ত ঘটলেও জাতির আশীর্বাদ স্বরূপ বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। দেশ আজ উন্নয়নশীল তকমা ছেড়ে মধ্যবিত্ত দেশ হিসেবে বিশ্ব দরবারে কড়া নাড়ছে। এই স্বীকৃতি টুকুও বেশি দূরে নয়। সারা বিশ্বে বাংলাদেশ আজ রোল মডেল। বিশ্ব মিডিয়া এক সময় ছিল বাংলাদেশ নিয়ে সমালোচনা মুখের তারাই আজ আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভূয়সী প্রশংসা করছে। বাংলাদেশ আজ অনেকের কাছেই অনুকরণীয়। দেশের জিডিপি সাত অতিক্রম করেছে। চরম নিন্দুকেরাও আজ এই অর্জন মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। জাতি হিসেবে গর্ব আমরা এমন একজন নেতা পেয়েছি। বাংলাদেশের মাটি আর কৃষক পৃথিবী সেরা। এ দেশের মাটিতে সোনা ফলে। কিন্তু কৃষকের হাসি মাঝে মধ্যে ম্লান হয় যখন সে তার নায্য দাম পায় না। কখনও সখনও মধ্যসত্ত্ব ভোগী কিছু মানুষের দৌরাত্ন বেড়ে যায়। ভাল ভাল অর্জনের সুফল সাধারণের কাছে পৌঁছে না। এ ক্ষেত্রে শুধু সরকারের নেতৃত্বে যারা আছে তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। যদি সামাজিকভাবে আমরা যে যার জায়গায় সচেতন হই। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ বাধাও দূর করা সম্ভব। আমরা আশা প্রকাশ করছি, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা অসাধু মধ্যসত্ত্বভোগীদের দৌরাত্ন সমূলে উৎপাটন করবে। সোনার বাংলায় জয় অব্যাহত থাকবে। ■

জলবায়ু পরিবর্তন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাষ্ট্রগুলো করপোরেট সমাজের স্বার্থের কাছে পরাজিত হয়ে জলবায়ু পরিবর্তন ও দূষণ প্রতিরোধ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হচ্ছে। আর এর কুফল ভোগ করতে হচ্ছে বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে বাংলাদেশ বিশ্বে শীর্ষ অবস্থানে আছে এমন আভাস আমরা অনেক আগেই পেয়েছি। জলবায়ু পরিবর্তনের ধাক্কায় মারাত্মকভাবে ভুগবে বাংলাদেশসহ এশিয়া অঞ্চলের দেশগুলো। অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির কারণে সৃষ্ট বন্যায় ভোগান্তির শিকার হবে এসব অঞ্চলের দুই বিলিয়ন মানুষ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দক্ষিণ এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো সবচেয়ে খারাপ মৌসুমি আবহাওয়ার মধ্যে পড়বে। ইতিমধ্যে এ অঞ্চলের দেশগুলোয় অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে এর প্রভাব দৈনন্দিন জীবন থেকে শুরু করে কৃষিসহ সব ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়বে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর 'বিজনেস অ্যাজ ইউজুয়াল' পটভূমিতে হিসাব করে দেখিয়েছে যে

২১০০ সালের মধ্যে পৃথিবীর গড় উষ্ণতা ৪.২ ডিগ্রি বাড়বে। অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারণে চাষাবাদের সময়কাল সঙ্কুচিত হতে পারে এবং উৎপাদনশীলতা কমে যেতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন এদেশের কৃষিখাতে ব্যাপক বিরূপ প্রভাব ফেলছে। এদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল হলো ধান। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের তীব্র প্রভাবে দিনে দিনে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ধানচাষ। অসময়ে বন্যা, বৃষ্টি এবং প্রবল শিলাবৃষ্টির কারণেও ধানচাষ ব্যাহত হচ্ছে। অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারণে চাষাবাদের সময়কাল কমে যেয়ে উৎপাদনশীলতাও কমে যেতে পারে। শীতকালের স্থায়ীত্ব কমে যাওয়ায় রবিশস্যের জন্য প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা পাওয়া যাচ্ছে না। আবার শৈত্যপ্রবাহের ফলে সরিষা, মসুর, গম, আলু ও ছোলাসহ বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এসব কিছুই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলাফল।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. রফিকুল ইসলাম মন্ডল এর

অভ্যন্তরীণ গবেষণা... প্রথম পৃষ্ঠার পর

মাত্র ১ লক্ষ ৪৭ হাজার বর্গ কিলোমিটারের এ দেশে প্রায় ১৬ কোটি মানুষের খাদ্যের যোগান দেয়া সম্ভব হয়েছে। স্বাধীনতার পর বিগত ৪ দশকে দেশে খাদ্য উৎপাদন প্রায় তিন গুণ বেড়েছে। ২০১৫-১৬ সালে খাদ্য উৎপাদন বেড়ে সাড়ে তিন কোটি মেট্রিক টনে দাঁড়িয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ড. আবুল কালাম আযাদ, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এবং জনাব মো. নাসিরুজ্জামান, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার)। উক্ত অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. আকরাম হোসেন চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিএআরআই এর গবেষণা কার্যক্রম ও সাফল্যের ওপর সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা করেন ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন, পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ড. ভাগ্য রানী বণিক, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ড. বীরেশ কুমার গোস্বামী, পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিএআরআই-এর অবসরপ্রাপ্ত মহাপরিচালক ও পরিচালকবৃন্দ, বিভিন্ন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিসহ ৫০০ জন বিজ্ঞানী। ■

সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মো. মাহবুবুর রহমান এবং বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এর মহাপরিচালক ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস ও কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ) এর নির্বাহী পরিচালক ড. কাজী এম. কামারুদ্দীন। প্রকল্পের কার্যক্রম উপস্থাপন করেন প্রকল্পের কোঅর্ডিনেটর এবং ব্রি এর মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. যতীশ চন্দ্র বিশ্বাস। সবশেষে কর্মশালায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিএআরআই এর পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. ভাগ্য রানী বণিক।

এছাড়া কর্মশালায় অন্যান্যদের মধ্যে বিএআরআই ও বিআরআরআই এর বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীবৃন্দ, বিভিন্ন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিসহ প্রায় ১০০ জন বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী উপস্থিত ছিলেন। ■



সংবাদ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

পরিচালকদের যোগদান

ড. বীরেশ কুমার গোস্বামী এর পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) হিসেবে যোগদান

ড. বীরেশ কুমার গোস্বামী গত ৯ মার্চ পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) হিসেবে যোগদান করেন। তিনি এখানে যোগদানের পূর্বে পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৮৩ সালে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে যোগদানের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৯১ সালে তিনি উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রহমতপুর, বরিশালে যোগদান করেন। ২০০৬ সালে প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুরে যোগদান করেন। ২০১২ সালে পদোন্নতি পেয়ে মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, গাজীপুর এবং মসলা গবেষণা কেন্দ্র, শিবগঞ্জ, বগুড়ার দায়িত্ব পালন করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০৩ সালে উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ট্রেনিং, সেমিনার, ওয়ার্কশপে যোগদানের উদ্দেশ্যে ফিলিপিন, কেনিয়া এবং ভারত ভ্রমণ করেন। দেশি বিদেশি বিভিন্ন জার্নালে তাঁর ৩০ টি গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক পুত্র সন্তানের জনক। তিনি ১৯৬০ সালের ০১ জানুয়ারি গাজীপুর জেলায় এক হিন্দু সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।



ড. মুহাম্মদ হোসেন এর পরিচালক (ডাল গবেষণা কেন্দ্র) হিসেবে যোগদান

ড. মুহাম্মদ হোসেন গত ৯ মার্চ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ডাল গবেষণা কেন্দ্র, ঈশ্বরদী, পাবনার পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৮৩ সালে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে কর্মজীবনের শুরু করেন। ১৯৮৯ সালে উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, গাজীপুরে যোগদান করেন। ২০০৪ সালে তিনি প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে উক্ত কেন্দ্রে যোগদান করেন। ২০০৯ সাল থেকে তিনি কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৩ সালে পরিচালক পদে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে যোগদান করেন। তিনি ২০১৪ সালে গম গবেষণা কেন্দ্র, নশিপুর, দিনাজপুরে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ড. মুহাম্মদ হোসেন ১৯৯৭ সালে উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিষয়ে ফিলিপাইনের ইউপিএলবি (University of Philippines Los Banos) থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ট্রেনিং, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপে যোগদানের উদ্দেশ্যে ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, ফিলিপিন্স, চীন, জার্মানী, পেরুসহ বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেন। দেশি ও বিদেশি জার্নালে তাঁর ৪৫টি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জনক। তিনি ১৯৬০ সালে চাঁদপুর জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।



ড. নরেশ চন্দ্র দেব বর্মা এর পরিচালক (গম গবেষণা কেন্দ্র) হিসেবে যোগদান

ড. নরেশ চন্দ্র দেব বর্মা গত ৮ মার্চ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীন গম গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। এখানে যোগদানের পূর্বে তিনি আঞ্চলিক গম গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, গাজীপুরে মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৮৩ সালে অত্র ইনস্টিটিউটে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, ঈশ্বরদী, পাবনায় তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৮৬ সালে তিনি গম গবেষণা কেন্দ্র দিনাজপুরে যোগদান করেন। ১৯৯৩ সালে তিনি উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে আঞ্চলিক গম গবেষণা কেন্দ্র, শ্যামপুর, রাজশাহীতে যোগদান করেন এবং ২০০৭ সালে এই কেন্দ্রেই প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ২০১২ সালে মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে আঞ্চলিক গম গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, জয়দেবপুর, গাজীপুরে যোগদান করেন। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ২০০৬ সালে জেনেটিক্স ও প্লান্ট ব্রিডিং বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ট্রেনিং, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপে যোগদানের উদ্দেশ্যে মেক্সিকো, জার্মানী, যুক্তরাজ্য, ভারত, নেপাল, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণ করেন। দেশি বিদেশি জার্নালে তাঁর ৪৫টি গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক কন্যা সন্তানের জনক। তিনি ১৯৬০ সালের ৩০ জুন কুড়িগ্রাম জেলার এক হিন্দু সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।



ড. মোঃ সাখাওয়াৎ হোসেন এর পরিচালক (উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র) হিসেবে যোগদান

ড. মোঃ সাখাওয়াৎ হোসেন গত ৮ মার্চ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যানতত্ত্ব কেন্দ্রের পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৯৩ সালে তিনি উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে পদোন্নতি পান এবং আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, জামালপুরে যোগদান করেন। ২০০৮ সালে তিনি প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, গাজীপুরে যোগদান করেন। ২০১২ সালে তিনি অত্র ইনস্টিটিউটে মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন এবং আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, জামালপুরে যোগদান করেন। পরবর্তী সময়ে তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, গাজীপুরে মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৯৩ সালে স্কটল্যান্ডের (যুক্তরাজ্য) এডিনবোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বীজ প্রযুক্তি বিষয়ে এমএস ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ২০০৩ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর থেকে উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ড. সাখাওয়াৎ ২০০৬ সালে কলার পানামা রোগ সনাক্ত বিষয়ে আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় যোগদানের নিমিত্তে মালয়েশিয়া ভ্রমণ করেন। দেশি বিদেশি বিভিন্ন জার্নালে তাঁর ৩২টি গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এছাড়াও থিসিস, প্রসিডিংস, গ্র্যাবস্ট্রাক্ট এবং বুকলেটসহ তাঁর আরও প্রায় ২০টি প্রকাশনা রয়েছে। ড. সাখাওয়াৎ তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র থেকে উদ্ভাবিত বেশকিছু উচ্চ ফলনশীল আধুনিক জাত উদ্ভাবন এবং প্রজনন ও মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন কার্যক্রমের সাথে জড়িত ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জনক। তিনি ১৯৬০ সালে গাজীপুর জেলার এক মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।



খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ক কর্মশালা



ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন, পরিচালক (গবেষণা) প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন



ড. বীরেশ কুমার গোস্বামী, পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) সভাপতির বক্তব্য রাখছেন

গত ২৬ মে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সেমিনার কক্ষে “Promotion of zinc fertilizer use in Bangladesh for food and nutrition security” শীর্ষক প্রকল্পের উদ্বোধনী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন, পরিচালক (গবেষণা) বিএআরআই। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন Dr. Andrew S. Green, পরিচালক, আন্তর্জাতিক জিংক

সংস্থা (IZA), USA এবং Dr. Soumitra Das, পরিচালক, জিংক নিউট্রিয়েন্ট ইনেশিয়েটিভ (ZNI), ভারত। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. বীরেশ কুমার গোস্বামী, পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ), বিএআরআই। উক্ত কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রকল্প সমন্বয়ক ড. রওশন আরা বেগম, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, বারি। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম উপস্থাপন করেন প্রকল্পের প্রধান গবেষক এবং উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো.

হারনুর রশীদ, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, বিএআরআই।

উক্ত কর্মশালায় অন্যান্যদের মধ্যে বিএআরআই এর বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া বিআরআরআই, বশেমুরকবি, বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এসোসিয়েশন (BFA), হার্ভেস্টপ্লাস (HarvestPlus) এর বিশেষজ্ঞ গবেষকগণ উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ কর্তৃক কর্মশালাটি আয়োজন করা হয়। ■

পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন

মো. কামরুল ইসলাম, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মসলা গবেষণা উপ-কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, লালমনিরহাট সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ হতে কৃষিতত্ত্ব বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তার গবেষণার বিষয় Productivity of Potato + Maize - Mungbean-T. Aman Rice as Affected by Agronomic Management Practices. তার গবেষণা কাজের মুখ্য তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন প্রফেসর ড. নজরুল ইসলাম, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ। তিনি National Agricultural Technology Project (NATP) এর বৃত্তি নিয়ে গবেষণা কাজ সম্পন্ন করেন। তার গবেষণার ফলাফল খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও মাটির উর্বরতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ■



মো. কামরুল ইসলাম

এ বি এম খালদুন, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, গাজীপুর University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) এর Wuhan Botanical Garden (WBG, CAS), Wuhan, China হতে Molecular Evolution and Comparative Functional Genomics বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তাঁর গবেষণা প্রবন্ধের শিরোনাম ‘Differentially expressed small RNAs and target genes related to fruit development in tomato grafted on gouqi (Lycium chinense) rootstock. তিনি Dr. Ying Wang, Wuhan Botanical Garden, CAS, UCAS, Wuhan, China এর তত্ত্বাবধানে এই গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করেন। ড. খালদুন Chinese Academy of Sciences বৃত্তির অর্থায়নে অধ্যয়ন সম্পন্ন করেন। তাঁর গবেষণার একটি অংশ বিখ্যাত SCI জার্নাল PLoS One (Impact Factor 3.53) এ প্রকাশিত হয়। উক্ত গবেষণামূলক নিবন্ধের জন্য তিনি UCAS Excellent Student Award এ ভূষিত হন। তাছাড়াও তাঁর গবেষণা কর্ম বিখ্যাত জার্নাল Plant Cell Reports (IF-3.07), Plant Physiology and Biochemistry (IF-2.756) এবং Scientia Horticulturae (IF-1.57) তে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর গবেষণা Basic Research এর ক্ষেত্রে নতুন দ্বার উন্মোচন করবে। বিভিন্ন ফসলের Stress Tolerant Gene-এ তাদের regulatory miRNA চিহ্নিত করে Abiotic Stress Tolerant জাত আবিষ্কার করা সম্ভব হবে। ■



এ বি এম খালদুন

মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম মতিন, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর সম্প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয় (বশেমুরকবি), গাজীপুর হতে কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় “Parental Diversity Combining Ability and Heterosis of Maize (Zea mays L.) Hybrid Under Water Logging Condition” তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. গোলাম রসুল এর তত্ত্বাবধানে গবেষণা কার্য সম্পাদন করেন। তিনি ধান, গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন প্রকল্পের (ভুট্টা অংশ) আর্থিক সহায়তায় উক্ত গবেষণা সম্পন্ন করেন। তাঁর উদ্ভাবিত হাইব্রিড ভুট্টার জাত উচ্চ ফলনশীল এবং জলবদ্ধতা সহনশীল এবং দেশব্যাপী খরিফ মৌসুমে চাষাবাদের উপযোগী। ■



মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম মতিন

প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা সংবাদ



ড. মো. রফিকুল ইসলাম মন্ডল, মহাপরিচালক, বিএআরআই, ড. ভাগ্য রানী বণিক পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) এবং প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের এর উদ্যোগে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর আর্থিক সহযোগিতায় জৈব সার ব্যবস্থাপনা ও সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা শীর্ষক ৫ (পাঁচ) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ ২৪-২৮ এপ্রিল ইনস্টিটিউটের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং এর সহযোগী সংগঠনের ৩০ জন কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে ড. মো. রফিকুল ইসলাম মন্ডল, মহাপরিচালক, বিএআরআই প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। ড. ভাগ্য রানী বণিক, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। প্রশিক্ষণে বিএআরআই এর সাংগঠনিক কাঠামোসহ উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ, জৈব সার (ট্রাইকো কম্পোষ্ট ও ভার্মি কম্পোষ্ট) প্রস্তুত প্রণালী ব্যবস্থাপনা, উপকারী ও অপকারী পোকাসহজ উপায়ে সনাক্তকরণ ও তাদের দমন ব্যবস্থাপনা, রোগ বালাই দমন ব্যবস্থাপনাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ■

গত ৩ থেকে ৭ এপ্রিল ACIAR এবং KGF এর অর্থায়নে পরিচালিত “বাংলাদেশ ও ভারতের

পশ্চিমবঙ্গের লবণাক্তপ্রবণ উপকূলীয় অঞ্চলে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের সূচনা কর্মশালা (Inception workshop) এবং ইমপ্যাক্ট পাথওয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণের আয়োজক প্রতিষ্ঠান ছিল বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই), গাজীপুর। উক্ত প্রকল্পের গবেষণা কর্মকাণ্ডে বিএআরআই এর সরেজমিন গবেষণা, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা এবং কৃষিতত্ত্ব বিভাগ সরাসরি সম্পৃক্ত। কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের স্থান ছিল যথাক্রমে ড. কাজী বদরুদ্দোজা মিলনায়তন ও কেন্দ্রীয় সেমিনার কক্ষ, বিএআরআই, গাজীপুর। ৫ (পাঁচ) দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী কর্মশালায় সম্মানিত অতিথি (গেষ্ট অব অনার) হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মিস স্যালী-অ্যান ভিনসেন্ট, চার্জ দে-অ্যাফেয়ার্স, অস্ট্রেলিয়ান দূতাবাস, ঢাকা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে নির্বাহী পরিচালক, আইডাব্লিউএম, ঢাকা; নির্বাহী পরিচালক, কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন, ঢাকা; মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ড. মো. রফিকুল ইসলাম মন্ডল, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা

ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য ও বিএআরআই এর কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন, পরিচালক (গবেষণা), বিএআরআই, গাজীপুর। মঞ্চ আরও বক্তব্য রাখেন ACIAR এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার ড. ইভান ক্রিস্টেন। পরিশেষে প্রকল্পের রূপরেখা উপস্থাপন করেন প্রকল্প পরিচালক ড. মোহাম্মদ মাইনুদ্দীন।

উক্ত কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন প্রকল্পের পাটনার দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত বিজ্ঞানী ও শিক্ষকবৃন্দ। তন্মধ্যে CSIRO, মারডক বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া, বিএআরআই, বিআরআরআই, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আইডাব্লিউএম), বাংলাদেশ, CSSRI, ভারত, বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (BCKV) এবং TSRD ইন্ডিয়া উল্লেখযোগ্য। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে ভূমিকা পালন করেন ACIAR, CSIRO এবং মারডক বিশ্ববিদ্যালয় হতে আগত অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকবৃন্দ। প্রশিক্ষণের মূল আকর্ষণ ছিল প্রশিক্ষণ প্রদানের ভিন্নতা এবং পাটিসিপেটরী অ্যাপ্রোচ। প্রদত্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্পে জড়িত সকল বিজ্ঞানীদেরকে প্রকল্পের উদ্দেশ্য, কর্মসূচি ও বাস্তবায়নের রূপরেখা উপস্থাপন করা হয়। প্রশিক্ষণে, প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় এলাকায় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে অত্র এলাকার সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নের আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। অনুষ্ঠানের গেষ্ট অব অনার বিএআরআই এর গবেষণা কার্যক্রম ও ল্যাবরেটরি পরিদর্শন করে ভূয়সী প্রশংসা করেন। পরিশেষে, সভাপতি মহোদয় অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ ও ভারতের বিজ্ঞানীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও কর্মকাণ্ডে উক্ত প্রকল্পের সফলতা কামনা করেন। অতঃপর বিএআরআই এর পরিচালক (প্র. ও যো.), ড. ভাগ্য রানী বণিক আগত বিদেশি ও দেশি প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ■

গোপালগঞ্জ বেসিনে মুগডালের আধুনিক প্রযুক্তির উপর মাঠ দিবস ও কৃষক সমাবেশ

ডাল গবেষণা উপ-কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট গাজীপুরের ব্যবস্থাপনায় গত ২৮ শে এপ্রিল মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার এনায়েতপুর ইউনিয়নে গোপালগঞ্জ বেসিনে মুগডালের আধুনিক প্রযুক্তির উপর মাঠ দিবস ও কৃষক সমাবেশ - ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কালকিনি মাদারীপুরের মাননীয় সংসদ সদস্য আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মোছা. শামী আকতার এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাঠ দিবসে গোপালগঞ্জ বেসিন পাইলট প্রকল্পের উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, অগ্রগতি এবং সাফল্যের উপর আলোকপাত করেন প্রকল্পের প্রিন্সিপ্যাল ইনভেস্টিগেটর ও ডাল গবেষণা উপ-কেন্দ্র, বিএআরআই, গাজীপুরের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আশরাফ হোসেন। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে মাটি, মানুষ ও কৃষকের স্বাস্থ্যরক্ষা, আয় বৃদ্ধি ও পরিবেশের ভারসাম্য এবং মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে ফসলধারায় মুগডাল চাষের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ■



প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় সংসদ সদস্য আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম

বৈচিত্র্যময় ও শোভাবর্ধনকারী কুমড়া/লাউ চাষে ফুল বিজ্ঞানীদের সাফল্য



ড. মো. রফিকুল ইসলাম মন্ডল, মহাপরিচালক, বিএআরআই গবেষণা মাঠ পরিদর্শন করছেন

নান্দনিক সৌন্দর্য কে না ভালবাসে? মানুষ সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যের অনুরাগী। কখনও গোলাকৃতি, কখনও ডিম্বাকৃতি, লম্বাটে বা চাকতির মত আকৃতিতে কোনটা ভালমলে হলুদ, কোনটা আবার সবুজ-হলুদ মেশানো, কোনটা দেখতে কমলা বা সাদা রঙের। ওজনে হালকা ভারী নজর কাড়া শোভাবর্ধনকারী কুমড়া/লাউ এর সৌন্দর্য আর চমৎকার বিন্যাস সহজেই মানুষকে মুগ্ধ করে। নান্দনিক দৃষ্টিকোন থেকে সৌন্দর্যের পাশাপাশি দীর্ঘ স্থায়ীত্বকাল এদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। গাছ ও পাতা দেখতে অনেকটা লাউ কুমড়ার মতই। বীজ এর মাধ্যমে সাধারণত এদের বংশ বিস্তার হয়। গাছে ফল ধরা অবস্থায় না দেখলে বিশ্বাসই হয় না যে এগুলো গাছে হয়েছে। ঘরে, অফিসে সাজিয়ে রেখে সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রায় ১১ রকমের শোভাবর্ধনকারী নান্দনিক কুমড়া/লাউ সংগ্রহ করে এগুলোর বীজ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য ফুল বিভাগকে প্রদান করেন। এছাড়া উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. কবিতা-আনজু-মান আরা চীন থেকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে আরও কিছু নতুন জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করেন। এভাবে সংগৃহীত জার্মপ্লাজমের উপর বর্তমানে ফুল বিভাগ গবেষণা ও বিস্তার লাভের উদ্যোগ নিয়েছে। ড. শরিফুজ্জামান বলেন কুমড়া জাতীয় এ নান্দনিক ফসলগুলো বাংলাদেশের শীতকালীন আবহাওয়ায় জন্মানো ও বীজ উৎপাদনের উপযোগী। চারা লাগানোর পর ৩-৪ মাসের মধ্যে এগুলোর ফল আহরণ করা যায়। জাত ভেদে এক একটি গাছে প্রায় ৫ থেকে ১০ টি ফল ধরে। তাঁর মতে ফলগুলোর

উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের ফুল বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. এস এম শরিফুজ্জামান বলেন প্রফেসর ড. এম এ সান্তার মন্ডল প্রাক্তন সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন ও প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ ২০১২ সালে জার্মানী ও নেদারল্যান্ড থেকে

তুকে শক্ত আবরণ থাকার ফলে বিভিন্ন ধরনের নকশা করে এগুলোর ব্যবহার ও ব্যবসার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত সৃষ্টি হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে।

ফুল বিজ্ঞানী ড. কবিতা-আনজু-মান আরা বলেন, জাতভেদে এগুলো প্রায় ৬ মাস থেকে ১০ মাস স্থায়ীত্বকালের উপযোগী। তিনি আরও বলেন যে, বিভিন্ন আকারের ফল এবং তার ত্বকের বিভিন্ন রঙ ও গঠনের বৈচিত্র্যতাকে কাজে লাগিয়ে সংকরায়ণের মাধ্যমে আরও নতুন নতুন জাত সৃষ্টির প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁর মতে বাংলাদেশে এই প্রথম শোভাবর্ধনকারী কুমড়া/লাউ ফসলের সংগ্রহ ও গবেষণার কাজ চলছে। ভবিষ্যতে সমতল ও চরাঞ্চলে এ ফসলের ব্যাপক চাষাবাদের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও নারীদের কাজের সম্পৃক্ততার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. রফিকুল ইসলাম মন্ডল বলেন এগুলো বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ করে অভ্যন্তরীণ বাজারে ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি করা সম্ভব। এছাড়া উক্ত ফলগুলোর শক্ত ত্বকের কারণে দীর্ঘ সময় ধরে অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষণের বিশেষ উপযোগী বিধায় বিদেশে রপ্তানীরও প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে বলে আশা ব্যক্ত করেন। ইতোমধ্যে তিনি শোভাবর্ধনকারী কুমড়া/লাউ জাতীয় ফসলের মাঠ পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন। ফুল গবেষণা বিভাগ থেকে শোভাবর্ধনকারী কুমড়া/লাউ অবমুক্তির প্রক্রিয়া চলছে। ■

মাঠ দিবস

চরাঞ্চলের অন্যতম অর্থকরী ফসল মরিচ যার মাধ্যমে কৃষকের আয়ের একটি বড় অংশ আসে। কিন্তু উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি, মানসম্পন্ন বীজ এবং সঠিক সংরক্ষণের অভাবে প্রতি বছরই মরিচের ফলন কমছে ও শুকনা মরিচের কাজিত দাম থেকে কৃষকরা বঞ্চিত হচ্ছে। এই অবস্থার উন্নয়নের জন্য Swiss Contact এর অর্থায়নে M4C প্রকল্পের মাধ্যমে মসলা গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই এর সহযোগিতায় উন্নত পদ্ধতিতে মরিচ বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে গত ০৫ মার্চ জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলার চরসাপধরি ইউনিয়নের আমতলী গ্রামের কিশানী ডলি খাতুনের মরিচের মাঠে “কৃষক পর্যায়ে উন্নত পদ্ধতিতে মরিচ বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ কলাকৌশল” শীর্ষক একটি মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মাঠ দিবসে এলাকার কৃষকদেরকে সরেজমিনে মাঠ পরিদর্শন শেষে আধুনিক পদ্ধতিতে মরিচ বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিষয়ে বিস্তারিত

আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সম্মানিত পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. ভাগ্য রানী বণিক। মাঠ দিবসে সাপধরি চরের কৃষক ও কিশানী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ড. মো. কলিম উদ্দিন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মসলা



মাঠ দিবসে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে ড. ভাগ্য রানী বণিক, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ)

গবেষণা কেন্দ্র বগুড়া, ড. নারায়ন চন্দ্র বসাক, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, জামালপুর, মি. শংকর প্রসাদ বণিক, সাবেক উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ড. মো. নূর আলম চৌধুরী, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মো. মাহমুদুল হাসান, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মসলা

গবেষণা কেন্দ্র, বগুড়া, মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক মসলা গবেষণা কেন্দ্র, গাজীপুর, মোল্লা আবদুল্লাহ আল মেহেদি, মার্কেট ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার, NDP-M4C প্রকল্প এবং কৃষি সম্প্রসারণের মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাবৃন্দ। ■

জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে কৃষক ভাইদের করণীয়

সুপ্রিয় কৃষক ভাইয়েরা, সবাইকে বর্ষা দিনে কদম ফুলের গুঁড়োছা। শুরু হলো বর্ষা ঋতু। রিমঝিম বৃষ্টি, আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা এর মাঝে রোদ বৃষ্টির অপূর্ব খেলা, প্রকৃতির এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবেশে জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে আপনার করণীয় উপস্থাপন করছি।

শ্রাবণ মাস: বর্ষাকালীন শাক-সবজির মৌসুম। লালশাক, মুলা শাক, পুঁই শাক, গীমাকলমি, টেডুস ইত্যাদি এ সময়ে লাগানো যেতে পারে। এছাড়াও এ সময়ে কুমড়া, লাউ, শিমের বীজ রোপণ করেও মাদায় স্থানান্তর করা যেতে পারে। এ সময়ে ফসলের মাঠে আপনার করণীয় কাজগুলো হচ্ছে আগাছা পরিষ্কার, গাছের গোড়ার পানি জমতে না দেয়া, মরা পাতা ছেঁটে ফেলা, প্রয়োজনে সারের উপরি প্রয়োগ, হস্ত পরাগায়ন ও বালাই দমন। কৃষক ভাই, আপনি ইচ্ছে করলে লাউ, শিমের বীজ পচা কচুরিপানার স্তূপে বপন করে অতঃপর মূল মাদায় স্থানান্তর করতে পারেন। লতানো সবজি ও এই একই পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে আগাম সবজি উৎপাদন করা সম্ভব। মাদা তৈরির দূরত্ব হবে ৪-৫ মিটার, চওড়া ৭৫ সেমি এবং গভীরতা ৬০ সেমি। বর্তমানে বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। গ্রীষ্মকালীন টমেটো ফসল মাঠে থাকলে গাছ বেঁধে দেওয়া ভাল। পাতায় দাগ পড়া রোগ দেখা দিলে ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে। বর্ষাকালীন সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শীতকালীন শাকসবজি চাষের প্রস্তুতি নিতে হবে। চাষাভাই, ভাদ্র মাসে ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, টমেটো, লেটুস, বেগুন, মরিচ বপন করতে হবে। বীজতলার মাটি অবশ্যই শুকনা হতে হবে। অন্যথায় গোড়া ও মূল পচা রোগে সব চারা পচে যাবে।

কৃষক ভাই, ফলন বেশি পেতে হলে ক্ষেত খামারের প্রতি যত্নশীল হতে হবে এবং সার প্রয়োগের সাথে সাথে উন্নতমানের বীজ বপনের কথাও মনে রাখতে হবে। উচ্চ ফলনশীল এবং অধিক অংকুরোদগম ক্ষমতাসম্পন্ন বীজ আপনার ক্ষেতের জন্য নির্বাচন করতে হবে। উন্নতমানের বীজ পেতে হলে বিভিন্ন

গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং যে সমস্ত জায়গায় উন্নত জাতের অধিক ফলন সম্পন্ন বীজ পাওয়া যায় সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রাখলে আপনি লাভবান হবেন। এখানে সবজির কয়েকটি উন্নত জাতের তথ্য আপনারদের কাছে তুলে ধরা হলো:

বারি লালশাক-১: লালশাকের এ জাতটি বারি লালশাক-১ নামে ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়। বারি লালশাক-১ ভিটামিন 'এ', 'বি', 'সি' ও ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ। পাতা ও কাণ্ড উজ্জ্বল লাল বর্ণের। বারি লালশাক-১ এর পাতার বোঁটা ও কাণ্ড নরম। গাছ উচ্চতায় ২৫-৩৫ সেমি। প্রতিগাছে ১৫-২০ টি পাতা থাকে। গাছের ওজন ১০-১৫ গ্রাম।

বারি লাউ-১: এ জাতের পাতা সবুজ ও নরম হয়ে থাকে। পুরুষ ও স্ত্রী ফুল যথাক্রমে চারা রোপণের ৪০-৪৫ দিন এবং ৬০-৬৫ দিনের মধ্যে ফুটে। এ জাতটি সারা বছর জন্মে। হেষ্টিপ্রতি ফলন শীতকালে ৪২-৪৫ টন এবং গ্রীষ্মকালে ২০-২২ টন।

বারি লাউ-২: এ জাতটি স্থানীয় জাতগুলোর তুলনায় উচ্চ ফলনশীল। এ জাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লাউ চালকুমড়া আকারের ও হালকা সবুজ রঙের। চারা রোপণের ৬৫-৭৫ দিনের মধ্যে প্রথম ফল সংগ্রহ করা যায়। লাউ কচি অবস্থায় সংগ্রহ করলে গাছপ্রতি ফলনের সংখ্যা এবং ফলন বেড়ে যায়। ভাদ্র-অগ্রহায়ণ মাসে এ জাতের চারা রোপণ করতে হয়। কৃষক পর্যায়ে জাতের বিশুদ্ধতা ঠিক রাখতে পারলে জাতের উচ্চ ফলনশীলতা বজায় থাকবে।

বারি লাউ-৩: এ জাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আগাম জাত হিসেবে চাষ করা যায়। সবুজ রঙের ফলে সাদা দাগ থাকে। গাছপ্রতি গড় ফল সংখ্যা ১৫-১৬টি। এসব ফলের গড় ওজন ২.৭ কেজি। চারা রোপণের ৭০-৮০ দিনের মধ্যে ফল সংগ্রহ করা যায়।

বারি লাউ-৪: এ জাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাপ সহনশীল। চারা রোপণের ৭০-৮০ দিনের মধ্যে ফল সংগ্রহ করা যায়। জীবন কাল ১৩০-১৫০ দিন। ফলন

৮০-৮৫ টন/হেক্টর। জাতটি তাপ সহিষ্ণু হওয়ায় গ্রীষ্মকালে চাষ করে কৃষক লাভবান হতে পারেন।

বারি মুলা-১: জাতটি 'তাসাকীসান' নামে অনুমোদন করা হয়। মুলা দেখতে ধবধবে সাদা ও বেলুনাকৃতির হয়। পাতায় গুং থাকে না বলে শাক হিসেবে ব্যবহারের জন্য খুবই উপযোগী। বীজ বপনের ৪০-৪৫ দিন পর থেকেই সংগ্রহের উপযোগী হয়।

বারি মুলা-২: এ জাতটি 'পিঙ্কি' নামে পরিচিত। এ জাতের মুলা নলাকৃতির এবং পাতায় গুং খুবই কম বলে শাক হিসেবে খাওয়ার উপযোগী। মুলা খেতে সুস্বাদু এবং একটু ঝাঁঝালো।

বারি মুলা-৩: এ জাতটি 'দ্রুতি' নামে পরিচিত। এটি একটি উচ্চ ফলনশীল, রোগ ও পোকাকার আক্রমণ প্রতিরোধী জাত।

বারি মুলা-৪: নলাকৃতি ধবধবে সাদা বর্ণের বারি মুলা-৪ জাতটি ২০০৮ সালে অনুমোদন করা হয়। বাংলাদেশের সর্বত্র শীত মৌসুমে এই জাতটি চাষ করা যায়। পাতা খাজকাটা বিশিষ্ট। হেষ্টিপ্রতি গড় ফলন ৬৫-৭০ টন।

বারি ফুলকপি-১ (রূপা): বিএআরআই উদ্ভাবিত জাতটি এদেশের জলবায়ুতে বীজ উৎপাদনে সক্ষম। বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদে উপযোগী। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেষ্টিপ্রতি ফলন ২৫-২৮ টন পেতে পারেন। বীজের ফলন হেষ্টিপ্রতি ৪৫০-৫৫০ কেজি।

বাঁধাকপি: বারি বাঁধাকপি-১ (প্রভাতি) এবং বারি বাঁধাকপি-২ (অগ্রদূত) দুটিই বিএআরআই উদ্ভাবিত জাত এবং বীজ স্থানীয় আবহাওয়ায় উৎপন্ন হয়। বপনকাল ভাদ্র-মধ্য কার্তিক।

গ্রীষ্মকালীন টমেটো (বারি হাইব্রিড টমেটো-৩, ৪, ও ৫): গ্রীষ্মকালে চাষের জন্য মে-আগস্ট মাস পর্যন্ত বীজ বপন করা যায়। বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষার জন্য পলিথিন ছাউনিতে এর চাষ করতে হয়। গাছপ্রতি ফলন ১.০ কেজি থেকে ১.৫ কেজি হয়ে থাকে। ■

শাকসবজি ধৌতকরণ যন্ত্রের মাঠ প্রদর্শনী



শাকসবজি ধৌতকরণ যন্ত্রের মাঠ প্রদর্শনী

গত ৪ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে এফএমপিই বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর এর আয়োজনে ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর অর্থায়নে “শাকসবজি ধৌতকরণ যন্ত্র উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ভাড়াইমারী ঈশ্বরদী, পাবনাতে শাকসবজি উৎপাদনকারী কৃষক ও ব্যবসায়ীদের মাঝে একটি মাঠ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। উক্ত মাঠ প্রদর্শনীতে সভাপতিত্ব করেন ড.

মো. আইয়ুব হোসেন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, এফএমপিই বিভাগ, বারি, গাজীপুর ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. শেখ মোস্তফা জামান, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, ঈশ্বরদী, পাবনা। শাকসবজি ধৌতকরণ যন্ত্রের গুরুত্ব, পরিচালনা, রক্ষনাবেক্ষণ সম্বন্ধে বক্তব্য উপস্থাপন করেন প্রকল্পের প্রধান গবেষক ড. মো. নূরুল আমিন, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা,

এফএমপিই বিভাগ, বারি, গাজীপুর। আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. রোকনুজ্জামান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, ঈশ্বরদী, পাবনা এবং জনাব মো. জুবাইর হাসান, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, এফএমপিই বিভাগ, বারি, গাজীপুর। মাঠ প্রদর্শনীতে ৪০ জন শাকসবজি উৎপাদনকারী কৃষক ও ব্যবসায়ীগণ উপস্থিত ছিলেন। কৃষক ও ব্যবসায়ীগণ যন্ত্রের সাথে পরিচিত হয়ে

সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং গাজর উৎপাদনকারী এলাকা হিসেবে শুধু গাজর ধোয়ার জন্য উচ্চ কার্যক্ষমতা সম্পন্ন যন্ত্র তৈরির পরামর্শ দেন। ১৩ ফুট দৈর্ঘ্য, ৩ ফুট প্রস্থ এবং ৫ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট যন্ত্রটি এমএস শীট, এমএস নেট, চেইন স্প্রায়েট, রাবার ব্রাশ রোলার ইত্যাদি স্থানীয় কাঁচামাল দিয়ে এফএমপিই বিভাগ, বারি, গাজীপুরে তৈরি করা হয়েছে। যন্ত্রটির কার্যক্ষমতা গাজরের ক্ষেত্রে প্রতি ঘন্টায় ৫০০-৬০০ কেজি আর লালশাক, পালংশাক, বেগুন, টমেটো, শিম, ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রতি ঘন্টায় ১৫০০-২০০০ কেজি। এই যন্ত্রটি পরিচালনার জন্য তিনজন লোকের প্রয়োজন হয়। বিদ্যুৎ খরচ মাত্র প্রতি ঘন্টায় ১২ টাকা। প্রতি কেজি গাজর ধোয়ার খরচ মাত্র ০.৩০ টাকা এবং অন্যান্য শাকসবজির ক্ষেত্রে প্রতি কেজি ০.১১ টাকা মাত্র। যন্ত্রটির মূল্য দুই লক্ষ টাকা। শাকসবজি উৎপাদনকারী কৃষক ও ব্যবসায়ীগণ যন্ত্রটি ব্যবহার করে দুই মাসের মধ্যে ক্রয় মূল্য ফিরে পাবে। ■



সংবাদ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

বারি বিজ্ঞানী সমিতি (বারিসা) নির্বাচন-২০১৬ এ নির্বাচিত সম্মানিত বিজ্ঞানীবৃন্দ



ড. মো. আককাছ আলী
সভাপতি



ড. মোহাম্মদ আবু তাহের মাসুদ
জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি



মো. ইসহাকুল ইসলাম
সহ-সভাপতি



ড. মুহা. সাহিদজ্জামান
সাধারণ সম্পাদক



ড. মো. জিব্জুর রহমান
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (১)



ড. মো. আখতারুজ্জামান সরকার
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (২)



ড. মো. ফারুক হোসেন
সাংগঠনিক সম্পাদক



ড. বিমল চন্দ্র কুন্ডু
কোষাধ্যক্ষ



ড. মো. ওমর আলী
দপ্তর সম্পাদক



ড. মো. সেলিম উদ্দিন
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক



খন্দকার আবু মো. মোস্তাফিজুর রহমান
ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক



ড. মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন প্রধান
সেমিনার ও প্রকাশনা সম্পাদক



ড. দীদার সুলতানা
মহিলা বিষয়ক সম্পাদক



ড. মদন গোপাল সাহা
কেন্দ্রীয় সদস্য



ড. সৈয়দ নূরুল আলম
কেন্দ্রীয় সদস্য



ড. এ. এস. এম. মাহবুবুর রহমান খান
কেন্দ্রীয় সদস্য



ড. এ কে এম শামছুল হক
কেন্দ্রীয় সদস্য



ড. মো. কামরুল হাসান
কেন্দ্রীয় সদস্য



ড. মো. মঞ্জুরুল কাদির
আঞ্চলিক সদস্য (জামালপুর)



ড. শাহ মো. নূরুল রহমান
আঞ্চলিক সদস্য (আকবরপুর)



ড. মোহাম্মদ আমীন
আঞ্চলিক সদস্য (হাটহাজারী)



ড. মো. আব্দুল ওহাব
আঞ্চলিক সদস্য (বরিশাল)



শিমুল মন্ডল
আঞ্চলিক সদস্য (যশোর)



মো. হাবিবুর রহমান শেখ
আঞ্চলিক সদস্য (ঈশ্বরদী)



ড. মো. কামরুল ইসলাম
আঞ্চলিক সদস্য (রংপুর)

মুখ্য সম্পাদক : ড. ভাগ্য রানী বণিক
সম্পাদক : মো. হাসান হাফিজুর রহমান
সহযোগী সম্পাদক : ড. মো. নূরুল রহমান
মাহবুব আফরোজ চৌধুরী
আলোকচিত্র শিল্পী : পংকজ সিকদার



প্রকাশনায় : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১
ফোন- ৯২৯৪০৪৬
ডিজাইন ও মুদ্রণে : রীতা আর্ট প্রেস
১৩/ক/১/১, কে এম দাস লেন, ঢাকা
ফোন : ৯৫৬৪৫৪০, ৭১১২৭৫৬